ই - সংবাদ

।। প্রেস রিলিজ - তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর - ত্রিপুরা সরকার - ১১/০১/২০১৮ ।।

প্রজাতন্ত্র দিবস ঃ সাব্রুমে প্রস্তুতি সভা

সাব্রুম, ১১ জানুয়ারী ।। প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে সাব্রুম নগর পঞ্চায়েতের সভাকক্ষে গতকাল এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সাব্রুম নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন রুমা মজুমদার বসাক, সাব্রুমের মহকুমা শাসক বিপ্লব দাস সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় সিদ্ধান্ত হয় প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন উপলক্ষে ২০ জানুয়ারী থেকে ২৬ জানুয়ারী পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন করা হবে। ২০জানুয়ারী সকালে সাব্রুম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে শিশুদের মধ্যে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, ২১ জানুয়ারী ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবস উপলক্ষে সাব্রুম টাউন হলে আলোচনা সভা ও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ত্রিপুরা সম্পর্কিত ক্যুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। ২৩ জানুয়ারী যথাযোগ্য মর্যাদায় নেতাজীর জন্মদিন পালন করা হবে। মূর্তিতে মাল্যদান, ট্যাবলো শো-র আয়োজন করা হবে। বিকালে মেলার মাঠে খো-খো অনুষ্ঠিত হবে। ২৪ জানুয়ারী সকল সরকারি অফিসে সাফাই অভিযান হবে। ২৫ জানুয়ারী বিকালে সাব্রুমের পোষ্ট অফিস সংলগ্ন মাঠে সীমান্ত রক্ষীবাহিনী ও সাব্রুম নগর পঞ্চায়েতের খেলোয়াড়দের মধ্যে ভলিবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। ২৬ জানুয়ারী ভোরে প্রভাতফেরি, সকাল সাড়ে ৭ টার মধ্যে সকল বেসরকারি ও সরকারি প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, সকাল ৯ টায় সাব্রুম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের মাঠে মূল অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। প্রজাতন্ত্র দিবসের মূল অনুষ্ঠানে কুচকাওয়াজ প্রদর্শন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে।তাছাড়া সাব্রুম উপ সংশোধনাগারে আবাসিকদের মধ্যে এবং হাসপাতালের রোগীদের মধ্যে ফল ও মিষ্টি বিতরণ করা হবে। সন্ধ্যায় সাব্রুম টাউন হলে সাংস্কৃতিক আয়োজন করা হবে। এই অনুষ্ঠানে ৭ দিন ব্যাপী বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হবে।

গামাইবাড়ী পঞ্চায়েতে মৎস্য চাষের জলাশয়

তেলিয়ামুড়া,১১ জানুয়ারী ।। তেলিয়ামুড়া আর ডি ব্লকের গামাইবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে এম জি এন রেগা প্রকল্পে বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজ রূপায়িত হয়েছে। রূপায়িত হয়েছে ৬৮টি কর্মসূচি। কর্মসংস্থান হয়েছে ৫০ হাজার ৩২১ শ্রমদিবস। তাছাড়া মৎস্য চাষের জন্য ৭টি জলাশয় খনন করা হয়েছে। এতে ব্যয় হয়েছে ১৯ লাখ ৫৯ হাজার ৭২৩ টাকা। কর্মস্থান হয়েছে ১১ হাজার ৬০৩ শ্রমদিবসের।

ঊনকোটি জেলা ভিত্তিক বস্ত্রমেলা সমাপ্ত

কৈলাসহর, ১১ জানুয়ারী ।। ঊনকোটি জেলা ভিত্তিক জাতীয় হস্ততাঁত ও বস্ত্রমেলা-২০১৭-১৮ গতকাল সমাপ্ত হয়েছে। এ বছরে জেলাস্তরের এই মেলায় ৯ জানুয়ারী পর্যন্ত ২৬ লক্ষ ৪৮ হাজার ৪৯৮ টাকার তাঁত বস্ত্র বিক্রয় হয়েছে। সমাপ্তি অনুষ্ঠানের আগে সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয় ক্রেতা-বিক্রেতা মত বিনিময় অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে বহিঃরাজ্যের বিক্রেতাগণ তাঁদের বস্ত্র বিক্রির ক্ষেত্রে সন্তোষ প্রকাশ করেন ও ত্রিপুরার মানুষের আন্তরিকতা ও আতিথেয়তার প্রশংসা করেন। এই মতবিনিময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি কল্পনা দেবনাথ, গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান ইনুস মিয়া খাদিম, কৈলাসহর পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মনীষ সাহা, চেয়ারম্যান ইন-কাউন্সিল দেবাশিষ সেন প্রমুখ। মেলায় এক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ষ্টলগুলির মধ্যে ১ম,২য়,৩য় স্থানাধিকারি ও সান্তনা পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। এবার মেলায় প্রথম হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের পিয়ালী আর্ট এন্ড ক্রাফট। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৈলাসহর পুর পরিষদের চেয়ারম্যান ইন-কাউন্সিল দেবাশিষ সেন। উপস্থিত ছিলেন গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান ইনুস মিয়া খাদিম ও ঊনকোটি জিলা পরিষদের সদস্য আব্দুল খালেক।

সাব্রুমে সাংস্কৃতিক কর্মশালা

সাব্রুম, ১১ জানুয়ারী ।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে সাব্রুমের শ্যামসিং উচ্চ বিদ্যালয়ে গতকাল থেকে ৭ দিনের এক সাংস্কৃতিক কর্মশালা শুরু হয়েছে। বিদ্যালয়ের হলে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রধান শিক্ষক হরিমোহন ত্রিপুরা কর্মশালার উদ্বোধন করেন। সংস্কৃতি কর্মী উগ্যজয় মগ ও নৃত্য প্রশিক্ষক মুন্না মগ সহ অন্যান্য শিক্ষকগণ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যালয়ের ৩০ জন ছাত্র-ছাত্রী সাঙরেঙ নৃত্য ও উপজাতি লোকনৃত্যের প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন কর্মশালায়। ১৬ জানুয়ারী এই সাংস্কৃতিক কর্মশালা সমাপ্ত হবে।

সাব্রুমে পথ নাটক সপ্তাহ

সাব্রুম, ১১ জানুয়ারী ।। সাব্রুম মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের উদ্যোগে পথ নাটক সপ্তাহ উপলক্ষ্যে গত ৮ জানুয়ারী ২টি স্থানে পথ নাটক মঞ্চস্থ হয় । সাব্রুমের কলাছড়া ও হরিণা বাজারে কুসংস্কার বিরোধী নাটক ডাইনী মঞ্চস্থ হয়। তথ্য-সংস্কৃতি দপ্তরের লোক শিল্পীগণ দুঞ্চটি স্থানেই লোকসঙ্গীত পরিবেশন করেন।

পালস পোলিও ঃ সিপাহীজলা জেলা সদরে সভা

বিশ্রামগঞ্জ, ১১ জানুয়ারী ।। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে গতকাল সিপাহীজলা জেলা সদরে ০ থেকে ৫ বছর বয়স পর্যন্ত জেলার সমস্ত শিশুকে পালস্ পোলিও টিকা দেওয়ার কর্মসূচীকে সফল করতে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সিপাহীজলা জেলা কনফারেন্স হলে আয়োজিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শাসক প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী। তাছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলার সি এম ও ডাঃ চিতান দেববর্মা, জেলার তিন মহকুমার মহকুমা শাসক, বিভিন্ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের এম ও আই সি সহ বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিরা। এবছর প্রথম পর্যায়ে চলতি মাসের ২৮ জানুয়ারী এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে আগামী ১১ মার্চে শিশুদের পালস্ পোলিও ডোজ খাওয়ানো হবে। এই কর্মসূচীকে সফল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন দপ্তরের কর্মী ছাড়াও আশাকর্মী, অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী সহ দপ্তরের কর্মীদেরকে নিযুক্ত করা হয়েছে। এজন্য জেলাতে মোট ৫২৮ টি কেন্দ্র খোলা হয়েছে এবং ১০৬ জন সুপারভাইজারকে নিযুক্ত করা হয়েছে। গত বছর জেলাতে মোট ৫০,৯৯২ জন শিশুকে পোলিও ডোজ খাওয়ানো হয়েছে। জেলা শাসক, সি এম ও সহ এস ডি এম ওরা আলোচনায় অংশ নেন।

উদয়পুরে জেলা পরিবহণ কার্যালয়ের নতুন ভবনের উদ্বোধন

উদয়পুর, ১০ জানুয়ারী ।। এক আনন্দঘন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আজ উদয়পুর কয়লার মাঠ প্রাঙ্গণে গোমতী জেলা পরিবহণ কার্যালয়ের নবনির্মিত ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন, ফিতা কেটে এবং ফলক উন্মোচন করে এর দ্বারোদঘাটন করেন পরিবহণ মন্ত্রী মানিক দে। ত্রিতল বিশিষ্ট এই ভবন নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৪ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন সুব্রত দেব। অনুষ্ঠানে উদ্বোধকের ভাষণে পরিবহণ মন্ত্রী মানিক দে বলেন, পরিবহণের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের জন্য পরিবহণ কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। পরিবহণ ছাড়া জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ অচল হয়ে যায়। তিনি বলেন, একটা সময় রাজ্যে গাড়ী ও মোটর সাইকেলের সংখ্যা ছিল ৮ হাজার ৬০০টি। বর্তমানে এর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪ লক্ষ ২৫ হাজার। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের পাশাপাশি মানুষের জীবনযাত্রার মানও উন্নয়ন ঘটছে। উদয়পুরে একটি অত্যাধুনিক বাস টার্মিনাল করার পরিকল্পনা রয়েছে। উদয়পুর বিলোনীয়া সাব্রুম এর সঙ্গে রেল যোগাযোগ স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শহর অঞ্চলের মতো গ্রামাঞ্চলকেও উন্নত করার কাজ অব্যাহত রয়েছে। পরিবহণ মন্ত্রী বলেন, উন্নয়নের প্রধান শর্ত হল শান্তি। কাজেই শান্তির পরিবেশ বজায় রেখে উন্নয়নের ধারাকে অক্ষুন্ন রাখতে হবে। যারা উন্নয়নের বিরোধী এদের বিরুদ্ধে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়াতে হবে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি পর্যটন মন্ত্রী রতন ভৌমিক বলেন, পরিবহণ আমাদের রাজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার রাজ্যের সাধারণ মানুষের কল্যাণে বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণ করে চলেছে। শান্তির পরিবেশ বজায় রয়েছে বলেই উন্নয়নমূলক কাজ করা সম্ভব হচ্ছে। সর্বত্র শান্তি সম্প্রীতির পরিবেশ বজায় রাখার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক প্রণজিৎ সিংহ রায়, পরিবহণ দপ্তরের সচিব সমরজিৎ ভৌমিক প্রমুখ। স্বাগত ভাষণ দেন ত্রিপুরা আবাসন নির্মাণ পর্ষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক সঞ্চয়িতা দাস।

কমলপুর ও আমবাসায় লোকসংস্কৃতি উৎসবের আয়োজন

কমলপুর, ১০ জানুয়ারী ।। পূর্বাঞ্চল সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্যোগে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং সায়ক- এর ব্যবস্থাপনায় আগামী ১২ ও ১৪ জানুয়ারী কমলপুর টাউন হলে এবং ১৩ ও ১৫ জানুয়ারী আমবাসা টাউন হলে অনুষ্ঠিত হবে লোকসংস্কৃতি উৎসব। প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টা থেকে অনুষ্ঠান শুরু হবে। দেশের বিভিন্ন লোকনৃত্য- পুরুলিয়ার ছৌনৃত্য, পাইবেনথি, গতিপুয়া, সম্বলপুরী, সিদ্দিগুমা, রাই, গুদুমবাজা ও বিহু নৃত্য পরিবেশিত হবে।

জলেফা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক কর্মশালা

সাব্রুম, ১০ জানুয়ারী ।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে নং-২ জলেফা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে গতকাল থেকে ৭ দিনের সাংস্কৃতিক কর্মশালা শুরু হয়েছে। কর্মশালায় সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের ৪৬ জন ছাত্র-ছাত্রীকে লোকনৃত্য, রবীন্দ্র ও নজরুল নৃত্যের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। ১৫ জানুয়ারী এই সাংস্কৃতিক কর্মশালার সমাপ্তি হবে।

১২ জানুয়ারী যুব দিবসে কৈলাসহরে বিভিন্ন অনুষ্ঠান

কৈলাসহর, ১০ জানুয়ারী ।। আগামী ১২ জানুয়ারী কৈলাসহরে আন্তর্জাতিক যুব দিবস উদ্‌যাপন করা হবে। ঐদিন অনুষ্ঠান শুরু হবে সকাল ৮টায় পূর্ব গোবিন্দপুরে স্বামীজীর মূর্তিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে। দুপুরে স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাঙ্গণ থেকে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালী শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে এসে সমবেত হবে। সেখানে মূল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন রামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী বরানন্দ মহারাজজী। সভাপতিত্ব করবেন কৈলাসহর পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন মনীষ সাহা। এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে স্কুল ভিত্তিক প্রবন্ধ ও বসে আঁকো প্রতিযোগিতা।

কালাছড়া ব্লকে বিভিন্ন সামগ্রী প্রদান

ধর্মনগর, ০৯ জানুয়ারী ।। কালাছড়া ব্লকের বিভিন্ন অংশের ৬৩টি পরিবারকে সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে ভর্তুকীতে বিভিন্ন সামগ্রী প্রদান করা হয় । ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভা গৃহে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বেনিফিসিয়ারীদের হাতে বিভিন্ন সামগ্রী তুলে দেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিজিতা নাথ, উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি প্রতিমা দাস, কালাছড়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান দীপ্তিরাণী দেবনাথ, ভাইস চেয়ারম্যান বাসুদেব দাস এবং বি ডি ও আশীষ বিশ্বাস ।

অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী বিজিতা নাথ সুবিধাভোগীদের পেশাগত কাজে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে বি ডি ওকে নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যের সাধারণ মানুষের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। উন্নয়নের স্বার্থেই রাজ্যে শান্তি সুঙ্খলা সুদৃঢ় রাখতে হবে ।

প্রসঙ্গত ঃ উল্লেখ্য, এদিনের অনুষ্ঠানে ব্লক এলাকার ২০ জন ক্ষৌরকর্মীদের প্রত্যেককে ১৩ হাজার ২০০ টাকা মূল্যের তাদের পেশার প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রদান করা হয় । এছাড়া, ভর্তুকীতে ৩৮ জনকে কাঠ মিস্ত্রির যন্ত্রপাতি দেয়া হয় । ক্ষৌর কাজের সামগ্রী ও কাঠ মিস্ত্রির যন্ত্রপাতি প্রদানে পঞ্চায়েত উন্নয়ন তহবিলে ব্যয় হয়েছে ৭ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা । অন্যদিকে, তপশীলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের বরাদ্দ অর্থে ৫ জন সুবিধাভোগীকে লন্ড্রী কাজের সামগ্রী তুলে দেয়া হয় । এর জন্য ৫৫ হাজার টাকা ব্যয় হয় । অনুষ্ঠানে সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের বরাদ্দ অর্থে ব্লক এলাকার ১৬টি পঞ্চায়েত এবং ১টি ভিলেজে ১০টি করে ফুটবল, ৩টি করে ভলিবল, ৮টি করে ক্রিকেট ব্যাট, ২৪টি করে ক্রিকেট বল, ১৪টি বিদ্যালয়কে ৫টি করে ফুটবল, ৪টি করে ভলিবল, ৬টি করে ক্রিকেট ব্যাট সহ বিভিন্ন ক্রীড়া সামগ্রী প্রদান করা হয় ।

আগামীকাল থেকে শুরু হচ্ছে রাজ্য ভিত্তিক কিশোরী উৎকর্ষ মঞ্চ অনুষ্ঠান

আগরতলা,০৯ জানুয়ারী ।। রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান, ত্রিপুরা রাজ্য মিশনের উদ্যোগে আগামী ১০ এবং ১১ জানুয়ারী, ২০১৮ রাজ্য ভিত্তিক কিশোরী উৎকর্ষ মঞ্চ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের দ্বিতীয় প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হবে। আগামীকাল সকাল ১০টায় অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন শিক্ষামন্ত্রী তপন চক্রবর্তী। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী বিজিতা নাথ। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন মহারাজা বীরবিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. গৌতম বসু। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন আর এম এস-এর রাজ্য মিশন অধিকর্তা ও মধ্যশিক্ষা অধিকর্তা ইউ কে চাকমা।

১১ জানুয়ারী সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটে সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বুনিয়াদী শিক্ষা অধিকর্তা কুন্তল দাস, সম্মানিত অতিথি থাকবেন মহিলা কলেজের অধ্যক্ষা মণিদীপা দেববর্মা এবং বিশেষ অতিথি থাকবেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ নিভা দেববর্মা। সভাপতিত্ব করবেন আর এম এস-এর অতিরিক্ত রাজ্য মিশন অধিকর্তা এন অধিকারী।

দুদিনের অনুষ্ঠানে সারা রাজ্যের বাছাই করা ২০০ কিশোরী অংশ গ্রহণ করবে। মাধ্যমিক শিক্ষা অধিকার থেকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

মন্ত্রিসভায় বিভিন্ন সিদ্ধান্ত

আগরতলা,০৯ জানুয়ারী ।। আজ মন্ত্রিসভার বৈঠকে বন দপ্তরের হাতি পরিচালনার জন্য ৪টি মাহুত গ্রুপ-ডি টেকনিক্যাল পদ তৈরী করার জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের এ সংবাদ জানান তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী ভানুলাল সাহা। তিনি আরও জানান, ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদে একটি কনট্রোলার অব এক্সামিনেশন পদ পূরণ করার জন্য মন্ত্রিসভায় অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ২৮৭ জন স্টেনোগ্রাফার যাদের ফার্স্ট অটোমেটিক আপ-গ্রেডেশন ১০ বছর পর হওয়ার কথা সেটা কমিয়ে চার বছর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে মন্ত্রিসভার বৈঠকে। এই সিদ্ধান্ত আগামী ২০১৮-১৯ অর্থবছর থেকে কার্যকর করা হবে বলে মন্ত্রী জানান।

শনিছড়া পানীয় জল পরিশোধন প্রকল্পের উদ্বোধন

ধর্মনগর, ০৬ জানুয়ারী ।। গতকাল এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কালাছড়া ব্লকের শনিছড়া পঞ্চায়েতের শনিছড়া ইনোভেটিভ পানীয় জল প্রকল্পের উদ্বোধন হয়েছে । পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তরের মন্ত্রী রতন ভৌমিক এর উদ্বোধন করেন । অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কালাছড়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান দীপ্তিরানী দেবনাথ । প্রতি ঘন্টায় ৫ হাজার লিটার জল পরিশোধন ক্ষমতা সম্পন্ন এই প্রকল্পের জন্য ব্যয় হয়েছে ১ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা । পরিশোধিত জলধারণের ক্ষমতা ৩০ হাজার গ্যালন ।পানীয় জল প্রকল্পের উদ্বোধন করে পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তরের মন্ত্রী রতন ভৌমিক বলেন, রাজ্যের সব জায়গায় যাতে বিশুদ্ধ পানীয় জলের সুযোগ পৌঁছে দেওয়া যায় এর জন্য রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টা রয়েছে । যে সমস্ত জায়গায় পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে সেসব জায়গায় হাইরিগ মেশিন ব্যবহার করে পানীয় জলের উৎস সৃষ্টির উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে । তিনি বলেন, এই প্রকল্প থেকে ১ হাজার ৫০০ থেকে ১ হাজার ৬০০ মানুষ পানীয় জল পাবেন । জলের অপচয় না করতে সকলের প্রতি তিনি আহ্বান জানান । জেলার পরবর্তী দামছড়াতে ১টি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্রকল্পের কাজ চলছে বলে তিনি জানান ।

প্রধান অতিথির ভাষণে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী বিজিতা নাথ বলেন, এই প্রকল্প চালুর মধ্য দিয়ে এলাকার মানুষ উপকৃত হবেন । এখন থেকে পাইপ লাইনের মাধ্যমে তারা পরিস্রুত পানীয় জল পাবেন । পানীয় জলের বিষয়ে এলাকাবাসীর দীর্ঘ দিনের একটি দাবী পূরণ হল । উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি প্রতিমা দাস বলেন, জলই জীবন । জল ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারেনা । জলের অপচয় রোধ করতে হবে । এ এলাকায় পানীয় জলের সুযোগ পৌঁছে দিতে এটি গড়ে তোলা হয়েছে । এর রক্ষণাবেক্ষণ এলাকাবাসীকেই করতে হবে । বিধায়ক সুবোধ দাস বলেন, এই এলাকার মানুষের পানীয় জলের যে সমস্যা ছিল তা আজ দূর হল । অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তরের চীফ ইঞ্জিনীয়ার বি কে দেববর্মা । এছাড়া, উত্তর ত্রিপুরার জেলাশাসক শরদিন্দু চৌধুরী ও বক্তব্য রাখেন । উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর অতিথিগণ ইনোভেটিভ প্রকল্পটি ঘুরে দেখেন ।

প্রজাতন্ত্র দিবস ঃ সোনামুড়ায় নানা কর্মসূচী

সোনামুড়া, ০৬ জানুয়ারী ।। সোনামুড়ায় বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন করা হবে । এই কর্মসূচীর অঙ্গ হিসেবে ২১ জানুয়ারী ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবস পালন করা হবে । এদিন সোনামুড়া শহরে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বর্ণাঢ্য র‍্যালী এবং সোনামুড়া টাউন হলে আলোচনাসভা সংগঠিত করা হবে । আয়োজিত হবে মহকুমা ভিত্তিক উপজাতি লোকনৃত্য প্রতিযোগিতা । ২৩ জানুয়ারী নেতাজী জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রভাফেরী এবং শিশুদের মধ্যে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে । ২৪ জানুয়ারী সোনামুড়া স্পোর্টিং এসোসিয়েশন মাঠে আয়োজিত হবে অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা । ২৬ জানুয়ারী প্রভাতফেরী এবং সকাল ৯টায় সোনামুড়া স্পোর্টিং এসোসিয়েশন মাঠে আনুষ্ঠানিক ভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে । এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের এন সি সি, স্কাউট এবং আরক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে কুচকাওয়াজ প্রদর্শিত হবে । থাকবে শিশুদের বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় বিষয়ে প্রদর্শনী । সন্ধ্যায় সোনামুড়া টাউন হলে অনুষ্ঠিত হবে দেশাত্মবোধক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এদিন সকালে কারা আবাসিক ও হাসপাতালের রোগীদের ফল ও মিষ্টি বিতরণ করা হবে । ২৭ জানুয়ারী সোনামুড়া সাব জেলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে ।

তেলকাজলা পঞ্চায়েতে নানা কর্মসূচী রূপায়িত

সোনামুড়া, ০৬ জানুয়ারী ।। এম জি এন রেগায় গত অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত অর্থে মোহনভোগ ব্লকের তেলকাজলা পঞ্চায়েতে রূপায়িত হয়েছে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচী । এই প্রকল্পে অনাবাদী জমিতে চাষের সুযোগ সম্প্রসারণের জন্য ১৪ জন দরিদ্র কৃষকের টিলা জমি সমতল করা হয়েছে। এর জন্য ব্যয় হয়েছে ১৪ লক্ষ ৬১ হাজার ২২৪ টাকা । কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে ৮ হাজার ৬১৯ শ্রমদিবস । সেচের সুযোগ সম্প্রসারণের জন্য দশটি কাঁচা নালা সংস্কার করা হয়েছে ।ব্যয় হয়েছে ৬ লক্ষ ১২ হাজার ৯১২ টাকা । শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে ৩ হাজার ৫১৭টি । এছাড়া, পঞ্চায়েত উন্নয়ন তহবিলের বরাদ্দ অর্থে এই পঞ্চায়েতের চার জনকে ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য ১০ হাজার টাকা করে সহায়তা দেয়া হয়েছে । কৃষকদের মধ্যে ভর্তুকীতে আটটি ধান মাড়াই যন্ত্র দেয়া হয়েছে।

কালাছড়া পঞ্চায়েত সমিতির পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

ধর্মনগর, ০৫ জানুয়ারী ।। কালাছড়া পঞ্চায়েত সমিতির পর্যালোচনা সভা সম্প্রতি পঞ্চায়েত সমিতির মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা মন্ত্রী বিজিতা নাথ ও উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি প্রতিমা দাস। সভাপতিত্ব করেন কালাছড়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান দীপ্তিরাণী দেবনাথ।

সভায় সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী বিজিতা নাথ ইচাই নতুন বাজার থেকে কালাছড়া ব্লক পর্যন্ত রাস্তার মেরামতির কাজ দ্রুত শেষ করতে পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকদের বলেন। এছাড়া ব্লক এলাকায় পূর্ত দপ্তরের হাতে নেওয়া কাজ যথা সময়ে শেষ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে জন সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সচেতনতা শিবির করতে তিনি দপ্তরের আধিকারিকদের বলেন। কালাছড়া ব্লক এলাকায় বিধায়ক এলাকার উন্নয়ন প্রকল্পে বিভিন্ন এলাকায় বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারণের কাজ দ্রুত রূপায়ণ করার জন্য বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। সভায় আলোচনা করেন উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি প্রতিমা দাস, কালাছড়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান দীপ্তিরাণী দেবনাথ প্রমুখ ।

সভায় ব্লকের বি ডি ও আশীষ বিশ্বাস জানান, চলতি অর্থবছরে এম জি এন রেগায় কালাছড়া ব্লকের ১৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ১টি এ ডি সি ভিলেজ এলাকায় গড়ে ১৯.১৩ শ্রমদিবসের কাজ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় (গ্রামীণ) চলতি অর্থবছরে ২৯৬টি বাস গৃহ নির্মাণ করে দেওয়ার কাজ চলছে। প্রতিটি গৃহ নির্মাণে ব্যয় হচ্ছে ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ) প্রকল্প কালাছড়া ব্লক এলাকায় ২৩৪টি পরিবারকে শৌচালয় নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। স্বচ্ছ ভারত (কুশ) প্রকল্পে দারিদ্র সীমার নীচে ও দারিদ্র সীমার উপরে বসবাসকারী এখন পর্যন্ত ৮১৫টি পরিবারকে শৌচালয় নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া এম.জি.এন রেগায় দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারি ৩৩৮টি পরিবারকেও শৌচালয় নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। সি.ডি.পি.ও. আলোচনা কালে জানান, কালাছড়া ব্লক এলাকায় ৭ হাজার ৩৫৪ জন বিভিন্ন ভাতা পাচ্ছেন। সভায় কৃষি, মৎস্য, পূর্ত, পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান, বিদ্যুৎ, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা ইত্যাদি দপ্তরের আধিকারিকগণ নিজ নিজ দপ্তরের উন্নয়নমূলক কাজের তথ্য তুলে ধরেন। সভায় ১৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ১টি এ.ডি.সি ভিলেজের প্রধান ও চেয়ারম্যান, পঞ্চায়েত সচিব, পঞ্চায়েত সমিতি ও জিলা পরিষদের সদস্য সদস্যা সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।